দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

219

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

চুয়াডাঙ্গা সদর

চুয়াডাঙ্গা, ২৬ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও হাট-বাজার নিত্য দিনের সমস্যা। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মাথাভাংগা নদীর তীরে অবস্থিত। ১১২ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এই উপজেলায় লোক সংখ্যা ১ লাখ ৭৯ হাজার ১১ জন। তারমধ্যে পুরুষ ৯১ হাজার ৫শ' ১৭ জন এবং মহিলা ৮৭ হাজার ৪শ' ১৪ জন। ১শ' ১৮টি গ্রাম, ১টি পৌরসভা ও ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে সদর চুয়াডাঙ্গা উপজেলা গঠিত। এখানে শিক্ষিতের হার ১৬.৫০।

কৃষি

উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৭১ হাজার ৬শ' ৮০ একর। তারমধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৩ হাজার ৬শ' ৮০ একর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৮ হাজার ২শ' একর। উপজেলায় কৃষি সেচ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। প্রতি বছর হালের বলদের অভাবে বহু জমি অনাবাদী থাকে। উপজেলায় উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল ধান, গম, কলাই, সরিষা, আলু, ছোলা, মটর, শাক-সবজি ইত্যাদি। সেচ প্রকল্পের মধ্যে পাওয়ার পাম্প ২২টা।

যোগাযোগ

যোগাযোগ সমস্যার ফলে হাজার হাজার জনসাধারণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পাকা রাস্তা ৩৩ মাইল। ইট বিছানো ২০ মাইল। কাঁচা ১শ' ৮৫ মাইল। সঠিক যত্ন নেয়ার অভাবে চলাচলের জন্য অনেক রাস্তাই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এখানে আছে ৯ মাইল রেলপথ। ফেরীঘাট ২টি। স্টেশন ২টি। ১৮টি পোস্ট অফিস নিয়ে গঠিত এলাকায় একটি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন একচেঞ্জ থাকলেও তাতে নানা সমস্যা বিরাজ করছে।

শিক্ষা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৫৯টি সরকারী ও ১২টি বেসরকারী (রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১০টি মাদ্রাসা, ৩টি কলেজ, ১টি ভিটিআই। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরাজীর্ণ। শিক্ষক সংকট, আসবাব-পত্রের অভাব বিদ্যমান। অনেক বিদ্যালয়ে টিন, বেড়া, ছাউনি, টুল-টেবিল নেই বললে চলে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃষ্টির সময়ে ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। ফলে বহু মূল্যবান কাগজ-পত্র ও আসবাব-পত্র নষ্ট হয়ে যায়।

চিকিৎসা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় একটি হাসপাতাল থাকলেও তাতে ওষুধ, পানি, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় অনুপাতে নেই। ফলে জনসাধারণের চিকিৎসায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। হাসপাতালটি প্রায় সময়ই অপরিচ্ছন্ন থাকে। নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ১টি চক্ষু হাসপাতাল করার সিদ্ধান্ত নিলেও তা ভিত্তিস্থাপন করার পর বন্ধ হয়ে গেছে। ২টি পশু হাসপাতাল থাকলেও তাতে নানা সমস্যা রয়েছে।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ ব্যবস্থারও তেমন কোন উন্নতি হয়নি। ৪টি ইউনিয়নে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। যেখানে বিদ্যুৎ লাইন আছে সেখানে আবার নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে না।

হাট-বাজার

সমগ্র উপজেলায় প্রায় ২০টি হাট-বাজার থাকলেও তাতে সমস্যা বিদ্যমান। এ সমস্ত সমস্যার মধ্যে ছাউনি, শৌচাগার ও পানীয় জলের অভাব। অবৈধ টোল ও খাজনা আদায়ের ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সদর উপজেলায় ৬৫টি মসজিদ, ২টি মন্দির, ১টি গীর্জা, ১৮টি গোরস্থান ও ৩টি শশ্মান রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা বিদ্যমান।